



সম্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় মাস, ত্রয়োদশ সংখ্যা, বুধবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, শ্রাবণ ১৯, ইংরিজি ২০২৬, আগস্ট ৫



মেঘ চিতা সংরক্ষণে জোর

৪ আগস্ট: উত্তর-পূর্ব ভারতের ঘন অরণ্যে বসবাসকারী আওতায় মেঘচিতাকে স্পিসিস রিকভারি প্রোগ্রাম-এ পাচার ও শিকার রোধে নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি বিরল ও বিপন্ন বন্যপ্রাণী মেঘচিতা (ক্লাউডেড লেপার্ড) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং মাঠপর্যায়ে পর্যবেক্ষণের জন্য এম সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলবে। মেঘচিতার প্রকৃত সংখ্যা, -স্ট্রাইপস স্মার্ট অ্যাপ ব্যবহারের ওপরও জোর দেওয়া কেন্দ্র। আবাসস্থল রক্ষা, বৈজ্ঞানিক নজরদারি জোরদার, বনাঞ্চলের সংযোগ বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। ভারত সরকার, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ) এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) যৌথ উদ্যোগে প্রস্তুত ক্লাউডেড লেপার্ড কনজারভেশন অ্যাকশন প্ল্যান (সিএপি) গত জুলাই মাসে কোয়েম্বতুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় বন্যপ্রাণী বোর্ডের স্থায়ী কমিটির ৯১তম বৈঠকে প্রকাশ করা হয়। এই কর্মপরিকল্পনায় উত্তর-পূর্ব ভারতের ১৪টি অগ্রাধিকারভিত্তিক সংরক্ষণ অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়েছে। বনাঞ্চলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, ক্ষতিগ্রস্ত আবাসস্থলের



পুনরুদ্ধার এবং করিডর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘচিতার বিস্তৃতি এবং আবাসস্থল সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের জন্য বিচরণক্ষেত্র আরও সুরক্ষিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অব ওয়াইল্ডলাইফ হ্যাবিট্যাটস (আইডিডব্লিউএইচ) প্রকল্পের

হয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সম্প্রদায়ভিত্তিক সংরক্ষণ কর্মসূচি ও টেকসই জীবিকানির্ভর উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাবও রয়েছে। একই সঙ্গে মেঘচিতার আন্তঃসীমান্ত আবাসস্থল সংরক্ষণে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সমন্বিত সহযোগিতা বাড়ানোর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোকাবিলায় সংরক্ষণ পরিকল্পনায় জলবায়ু সহনশীলতা এবং অভিযোজনভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রের মতে, ভারতের সবচেয়ে কম গবেষিত বন্য বিভাগজাতীয় প্রাণীগুলির মধ্যে মেঘচিতা অন্যতম। আবাসস্থল সংরক্ষণ, আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সমন্বয়ে এই কর্মপরিকল্পনা প্রজাতিটির দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মেঘচিতা ছাড়াও কারাকাল ও মেছোবিড়াল সংরক্ষণেও কাজ শুরু হয়েছে।

যুবসংগম সপ্তম পর্বের আবেদন গ্রহণকার্য শুরু

৪ আগস্ট: ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’ (ইবিএসবি) কর্মসূচির আওতায় যুব সঙ্গম-এর সপ্তম পর্বের জন্য অনলাইন নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু করেছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সি যুবক-যুবতী, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া, জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস) ও নেইরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের (এনওয়াইকেএস) স্বেচ্ছাসেবক এবং তরুণ পেশাজীবীরা নির্দিষ্ট পোর্টালে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট ২০২৬। এই পর্যায়ে আইআইটি, আইআইএম, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও এনআইটি-সহ মোট ২০টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নোডাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীরা পাঁচ থেকে সাত দিনের শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক সফরে নিজেদের জোড়া রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে যাবেন। সেখানে স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক উদ্যোগ, উদ্ভাবন, শিল্প, ঐতিহাসিক স্থান এবং সামাজিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। পশ্চিমবঙ্গের জন্য জোড়া রাজ্য হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে উত্তরাখণ্ড। এই বিনিময় কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করবে আইআইটি খড়গপুর, আর উত্তরাখণ্ডের পক্ষ থেকে থাকবে *দ্বিতীয় পাতায়*

বিদেশে পলাতক ২৭৪ অপরাধীকে দেশে ফেরৎ

৪ আগস্ট: ২০১৯ সাল থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত বিশ্বের ৩৬টি দেশ থেকে মোট ২৭৪ জন পলাতক অপরাধীকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার। লোকসভায় প্রকাশিত এক তথ্য অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশনায় পলাতক অপরাধীদের প্রত্যর্পণকে ‘জাতীয় অগ্রাধিকার’-এর পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে গোয়েন্দা তথ্য, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। সরকারের দাবি, ২০১৪ সালের আগে দেশের প্রত্যর্পণ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল না। সে সময় মাত্র ৩৭টি দেশের সঙ্গে প্রত্যর্পণ চুক্তি ছিল এবং অর্থনৈতিক পলাতকদের বিরুদ্ধে পৃথক কোনও আইনও ছিল না। ২০০৪ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে গড়ে বছরে মাত্র চারজন পলাতক অপরাধীকে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। অসম্পূর্ণ নথি, দীর্ঘসূত্রিতা এবং বিভিন্ন আইনি জটিলতার কারণে বহু প্রত্যর্পণ আবেদন বিদেশি আদালতে খারিজ হয়ে যেত। কেন্দ্র জানিয়েছে, পরিস্থিতির পরিবর্তনে ২০১৮ সালে ফিউজিটিভ ইকোনমিক অফেন্ডার্স অ্যাক্ট কার্যকর করা হয়। ২০১৯ সালে এনআইএ (সংশোধনী) আইন ও ইউএপিএ (সংশোধনী) আইন প্রণয়নের পাশাপাশি ২০২৪ সালে চালু হওয়া নতুন তিনটি ফৌজদারি আইনে পলাতক অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিশেষ বিধান যুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ৩৫৫ ও ৩৫৬ ধারায় প্রথমবারের মতো পলাতক অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতেই বিচার সম্পন্ন করার বিধান রাখা হয়েছে। সরকারের মতে, আন্তর্জাতিক

সহযোগিতা জোরদার করতে ২০২৫ সালে ভারতপোল চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সিবিআই, রাজ্য পুলিশ ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাসহ ১,৪০০-রও বেশি ইউনিটকে ইন্টারপোলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক তথ্য আদান-প্রদানের সময় ১০-২০ দিন থেকে কমে অনেক ক্ষেত্রে ৩-১০ দিনের মধ্যে নেমে এসেছে। কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, গত তিন বছরে ৪০১ জন পলাতক অপরাধীর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড কর্নার নোটিস জারি হয়েছে। একই সঙ্গে অপারেশন ট্রিশূল-এর মাধ্যমে উপগ্রহ প্রযুক্তি, নজরদারি এবং ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ ব্যবহার করে বিদেশে ভুয়া পরিচয়ে আত্মগোপনকারী অপরাধীদের অবস্থান চিহ্নিত করা হচ্ছে। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমেও প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা হচ্ছে। তথ্য অনুযায়ী, দেশে ফিরিয়ে আনা ২৭৪ জনের মধ্যে খুন, ডাকাতি ও অন্যান্য সহিংস অপরাধে অভিযুক্ত ৬২ জন, পকসো ও যৌন অপরাধে অভিযুক্ত ৫৩ জন, সংঘবদ্ধ অপরাধে জড়িত ৪২ জন, মানব পাচার ও অপহরণে অভিযুক্ত ১৮ জন, সন্ত্রাসবাদ ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে অভিযুক্ত ১৭ জন, মাদক পাচারে জড়িত ১৬ জন এবং আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত ৯ জন রয়েছে। সরকারের দাবি, পলাতক অপরাধীদের দেশে ফিরিয়ে আনার এই অভিযান কেবল কূটনৈতিক উদ্যোগের ফল নয়, বরং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংস্থাগুলির সমন্বিত প্রচেষ্টা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আইনি প্রকৃতির মাধ্যমে একটি সুসংহত ব্যবস্থার ফল। এই প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী

করতে ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর মাল্টি এজেন্সি সেন্টারের অধীনে একটি স্ট্যাভিং ফোকাস গ্রুপ গঠন করা হয়েছে, যা গুরুত্বপূর্ণ পলাতক মামলাগুলির অগ্রাধিকার নির্ধারণ, নথিপত্রের মানোন্নয়ন এবং বিদেশি সংস্থার সঙ্গে ধারাবাহিক সমন্বয়ের কাজ করছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একাধিক আলোচিত পলাতক অভিযুক্তকে বিদেশ থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে কেন্দ্র। এর মধ্যে ২৬/১১ মুম্বই জঙ্গি হামলার অন্যতম অভিযুক্ত তহাউর রানা-কে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৩ সালের আইপিএল স্পট-ফিল্ডিং কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সঞ্জীব চাওলা-কে যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। আগুস্তা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার চুক্তি মামলার অভিযুক্ত ক্রিশ্চিয়ান মিশেল-কে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে ভারতে প্রত্যর্পণ করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে অনিল কুমার রেড্ডি ইয়েড্ডুলা-কেও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে ইন্টারপোলের সহযোগিতায় দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সরকার জানিয়েছে, ইন্টারপোলের রেড কর্নার নোটিস, ভারতপোল, অপারেশন ট্রিশূল এবং বিভিন্ন দেশের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের ফলে পলাতক অপরাধীদের অবস্থান দ্রুত শনাক্ত করা এবং প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া জোর তুলনায় অনেক বেশি গতিশীল হয়েছে। তবে বিজয় মাল্য, নীরব মোদী, মেহল চোকসি ও ললিত মোদী-সহ একাধিক বহুল আলোচিত অর্থনৈতিক পলাতকের প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া এখনও বিদেশি আদালতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচারাধীন বা আইনি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে সেই অভিযুক্তদেরও দেশে ফিরিয়ে আনতে জোরদার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্র।

খরিফের প্রয়োজনীয় সারের যোগান নিশ্চিত করেছে কেন্দ্র

৪ আগস্ট: দেশের কৃষকদের কাছে ভর্তুকিযুক্ত সারের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে ‘ওয়ান নেশন, ওয়ান ফার্টাইলজার’ উদ্যোগ আরও জোরদার করেছে কেন্দ্র। রাজ্যসভায় এক লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও সার মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা এবং প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া পটেল জানিয়েছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনউর্বরক পরিকল্পনা (পিএমবিজেপি)’-র আওতায় ২০২২ সালের ২৪ আগস্ট থেকে দেশের সমস্ত ভর্তুকিযুক্ত সার ‘ভারত’ ব্র্যান্ডের অধীনে বাজারজাত করা হচ্ছে। কেন্দ্রের দাবি, এই উদ্যোগের ফলে কৃষকদের বিভিন্ন সংস্থার অসংখ্য ব্র্যান্ডের মধ্যে বিভ্রান্তি কমেছে, রাজ্যগুলির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় সার পরিবহণ হ্রাস পেয়েছে এবং সময়মতো সারের সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ইউরিয়া, ডিএপি, এমওপি এবং বিভিন্ন এনপিকেএস গ্রেডের সার ‘ভারত’ ব্র্যান্ডের অধীনেই বিক্রি হচ্ছে। সরকার জানিয়েছে, প্রতিটি চাষের মরশুম শুরুর আগে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করে রাজ্যভিত্তিক ও মাসভিত্তিক সারের চাহিদা নির্ধারণ করে। সেই অনুযায়ী সার দপ্তর মাসিক সরবরাহ পরিকল্পনা তৈরি করে এবং সারা দেশে সারের প্রাপ্যতার উপর নিয়মিত নজরদারি চালায়। সারের পরিবহণ ও সরবরাহে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ইন্টিগ্রেটেড ফার্টাইলজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইএফএমএস) নামে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ইউরিয়া, ডিএপি, এমওপি ও এনপিকেএস সারের চলাচল পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে চাহিদা পূরণে আগাম সার আমদানির ব্যবস্থা, রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে সমন্বয়

এবং রেল মন্ত্রকের সহযোগিতায় দ্রুত পরিবহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের খরিফ মরশুমে (১ এপ্রিল থেকে ২৯ জুলাই) দেশে ইউরিয়া, ডিএপি, এমওপি ও এনপিকেএস—সব ধরনের সারের মজুত চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ে ইউরিয়ার চাহিদা ছিল ৩.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন, সেখানে সরবরাহ হয়েছে ৭.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন। ডিএপি-র ক্ষেত্রে চাহিদা ০.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন, সরবরাহ ১.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন। এমওপি-র চাহিদা ছিল ০.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন, সরবরাহ হয়েছে ১.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন। এনপিকেএস সারের ক্ষেত্রে চাহিদা ২.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন, সরবরাহ ৫.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন। সারা দেশের হিসাবেও ইউরিয়ার মোট চাহিদা ছিল ১২২.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন, সেখানে প্রাপ্যতা ১৭৭.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন। একইভাবে ডিএপি-র চাহিদা ৩৫.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন, প্রাপ্যতা ৪৩.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন; এমওপি-র চাহিদা ১১.২০ লক্ষ মেট্রিক টন, প্রাপ্যতা ১৪.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং এনপিকেএস সারের চাহিদা ৫৩.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন, প্রাপ্যতা ৮৮.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন। কেন্দ্রের মতে, সমন্বিত সরবরাহ ব্যবস্থা, উন্নত লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা এবং ‘ভারত’ ব্র্যান্ডের অধীনে একক বিপণন ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের সময়মতো ভর্তুকিযুক্ত সার সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সার বিতরণ ব্যবস্থাও আরও কার্যকর ও স্বচ্ছ হয়েছে। খরিফ মরশুমে চাষাবাদের ক্ষেত্রে সারের যোগান নিশ্চিত থাকায়, সাম্প্রতিক মার্কিন-ইরান যুদ্ধের প্রভাব দেশের কৃষি ব্যবস্থায় পড়বে না বলেই অভিমত।

সম্পাদকীয়

কোনও দেশের অর্থনীতির ভিত্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, বাজারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা নির্ভর করে একটি মৌলিক বিষয়ের উপর—পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা। এক কিলোগ্রাম চাল, এক লিটার পেট্রোল কিংবা একটি বিদ্যুৎ মিটারের পাঠ—এসবের সঠিকতা নিশ্চিত না হলে বাজারে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা এবং ভোক্তার অধিকার রক্ষা সম্ভব নয়। সেই কারণেই ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থা কেবল একটি প্রযুক্তিগত বিষয় নয়; এটি অর্থনৈতিক সুশাসন ও ভোক্তা সুরক্ষার অন্যতম ভিত্তি। এই প্রেক্ষাপটে সরকারি অনুমোদিত পরীক্ষাকেন্দ্র (জিএটিসি) সম্প্রসারণের উদ্যোগকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলতেই হয়। এতদিন ওজন ও পরিমাপ যাচাইয়ের বড় অংশই সরকারি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রের ঘাচাই ও পুনরায় যাচাইয়ে বিলম্ব হতো, যার প্রভাব পড়ত শিল্প, ব্যবসা এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের উপর। প্রযুক্তিগত সক্ষমতাসম্পন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, পরীক্ষাগার, প্রকৌশল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কারিগরি সংস্থাগুলিকে এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হলে পরিষেবার পরিধি যেমন বাড়বে, তেমনই সময়ও কমবে। একই সঙ্গে রাজ্য লিগ্যাল মেট্রোলজি দপ্তরগুলিও বাজার নজরদারি, আইন প্রয়োগ এবং ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে আরও বেশি মনোযোগ দিতে পারবে। তবে কেবল সংখ্যায় পরীক্ষাকেন্দ্র

বাড়ালেই উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। জিএটিসি-গুলির মান, দক্ষতা, জবাবদিহি এবং নিয়মিত নিরীক্ষা নিশ্চিত করাও সমান জরুরি। কারণ ওজন ও পরিমাপের ব্যবস্থায় কোনও ধরনের শৈথিল্য বা দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হলে তার প্রত্যক্ষ ক্ষতি হবে সাধারণ ভোক্তা ও সৎ ব্যবসায়ীদের। তাই এই ব্যবস্থার ভিত্তি হতে হবে স্বচ্ছতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ। সরকার যে আবেদন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল করেছে, সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে আবেদন, ফি প্রদান, অগ্রগতি পরিবেক্ষণ এবং যোগাযোগ এক জায়গায় নিয়ে আসা হবে প্রশাসনিক জটিলতা কমবে এবং ব্যবসা সহজীকরণের লক্ষ্যও বাস্তবায়িত হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক লিগ্যাল মেট্রোলজি মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতের গুণমান পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টাও দেশের উৎপাদন ও রপ্তানি খাতের জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করে। আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য কেবল উৎপাদন বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধ নয়; সেই উৎপাদনের গুণমান ও পরিমাপের উপরও সমানভাবে নির্ভরশীল। শিল্প, স্বাস্থ্য, জ্বালানি, পরিবহণ কিংবা খুচরো বাণিজ্য—প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করে। বাজারে ভোক্তার আস্থা গড়ে ওঠে তখনই, যখন তিনি নিশ্চিত থাকেন যে তিনি যে পণ্য বা পরিষেবার মূল্য দিচ্ছেন, তার পরিমাপ নির্ভরযোগ্য এবং স্বীকৃত মান অনুযায়ী যাচাই করা।

ই-বাস সম্প্রসারণে গতি

৪ আগস্ট: দেশের গণপরিবহণে বৈদ্যুতিক বাসের ব্যবহার বাড়াতে কেন্দ্রের পিএম ই-বাস সেবা–পেমেন্ট সিকিউরিটি মেকানিজম (পিএসএম) প্রকল্পের আওতায় ১০ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত মোট ২৭,৫৫৫টি ই-বাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজ্যসভায় এক লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প মন্ত্রক জানিয়েছে, প্রকল্পটির লক্ষ্য ৩৮ হাজার ই-বাস অন্তর্ভুক্ত করা। এর মধ্যে ১০ হাজারটি ই-বাস কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের পিএম ই-বাস সেবা প্রকল্পের অধীনে, ১৪ হাজারটি ভারী শিল্প মন্ত্রকের পিএম ই-ড্রাইভ প্রকল্পের আওতায় এবং ৩,৫৫৫টি বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও রাজ্য পরিবহণ সংস্থার উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ১০ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত সারা দেশে ৫২৩টি ই-বাস বাস্তবে পরিষেবা দিতে শুরু করেছে। ওড়িশার জন্য পিএম ই-বাস সেবা প্রকল্পের আওতায় ৪০০টি ই-বাস বরাদ্দ করা হলেও ৩ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত সেখানে কোনও বাস মোতায়ন করা হয়নি। দেশীয় বৈদ্যুতিক গাড়ি ও উন্নত অটোমোবাইল উৎপাদন বাড়াতে অটোমোবাইল ও অটো কম্পোনেন্ট শিল্পের জন্য উৎপাদন-সংযুক্ত প্রণোদনা (পিএলআই-অটো) প্রকল্পও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০২১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর অনুমোদিত এই প্রকল্পে ২৫,৯৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৪৪,৩২৬ কোটি টাকার বিনিয়োগ, ৫২,৪১৪ কোটি টাকার অতিরিক্ত বিক্রি, ৬৭,৮২০টি কর্মসংস্থান এবং ২,৩৮৬.৩৬ কোটি টাকা প্রণোদনা

বিতরণ করা হয়েছে। মন্ত্রক জানিয়েছে, ফেম ইন্ডিয়া (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প ৩১ মার্চ ২০২৪-এ শেষ হলেও বর্তমানে 'ফেম-৩' নামে কোনও প্রকল্প নেই। পরিবর্তে পিএম ইলেকট্রিক ড্রাইভ রেভলিউশন ইন ইনোভেটিভ ভেহিকল এনহ্যান্সমেন্ট (পিএম ই-ড্রাইভ) প্রকল্পের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। ২০২৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর চালু হওয়া এই প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১০,৯০০ কোটি টাকা। শিল্পক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ প্রযুক্তির প্রসারে ভারী শিল্প মন্ত্রক স্মার্ট অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড র‍্যাপিড ট্রান্সফরমেশন হাব (সমর্থ)-এর অধীনে চারটি কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। এগুলি হল—সেন্টার ফর ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ ল্যাব (পুনে), আইআইটি দিল্লির আইআইটিডি-এআইএ ফাউন্ডেশন ফর স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, আইআইএসসি বেঙ্গালুরুর আই-৪.০ ইন্ডিয়া এবং সিএমটিআই বেঙ্গালুরুর স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ডেভো অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেল। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে এই কেন্দ্রগুলিতে ২৬,৩৭২ জন পরিদর্শন করেছেন, ৩৩,৭৫১ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং ৩৩২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। তবে ক্যাপিটাল গুডস সেক্টরের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পে নতুন কমন ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাসিলিটি সেন্টার বাড়ানোর কোনও প্রস্তাব বর্তমানে সরকারের বিবেচনায় নেই। অন্যদিকে, বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার বাড়াতে কেন্দ্রের পিএম ই-ড্রাইভ (পিএম ইলেকট্রিক

ড্রাইভ রেভলিউশন ইন ইনোভেটিভ ভেহিকল এনহ্যান্সমেন্ট) প্রকল্পে অসমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। রাজ্যসভায় এক লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প মন্ত্রক জানিয়েছে, ২২ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত অসমে এই প্রকল্পের আওতায় মোট ৪২,০৩৫টি বৈদ্যুতিক যানবাহন বিক্রি হয়েছে। এর মধ্যে কাছাড় জেলাতেই বিক্রি হয়েছে ৮,০০৩টি বৈদ্যুতিক গাড়ি। মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, অসমে ৪০,০০৯টি বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য মোট ৯৯.১০ কোটি টাকা প্রণোদনা গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে (ওইইএম) প্রদান করা হয়েছে। দেশজুড়ে বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য জনসাধারণের চার্জিং স্টেশন (ইভিপিসিএস) স্থাপনে ২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও, অসম সরকার এখনও পর্যন্ত পিএম ই-ড্রাইভ প্রকল্পের আওতায় কোনও প্রস্তাব জমা দেয়নি। ফলে রাজ্যে এই প্রকল্পের অধীনে চার্জিং পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ এখনও শুরু হয়নি। কেন্দ্র জানিয়েছে, দেশে বৈদ্যুতিক যানবাহনের প্রসারে একাধিক প্রকল্প কার্যকর রয়েছে। ফেম ইন্ডিয়া (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় ১৬.৭২ লক্ষ বৈদ্যুতিক যানবাহন বিক্রিতে সহায়তা করা হয়েছে এবং ৫,২৯৭টি বৈদ্যুতিক বাস মোতায়ন করা হয়েছে। এছাড়া চার্জিং স্টেশন স্থাপনে ৯১২.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পিএলয়াই প্রকল্পেও ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে কেন্দ্র লাগাতার কাজ করছে। ইতিমধ্যে ১৮১০০ কোটির প্রকল্প চলছে।

স্মার্ট তরলের গবেষণায় অভূতপূর্ব সাফল্য মিলল

অনিবার্ণ রায়

৪ আগস্ট: বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের জগতে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যেগুলি পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বৈশিষ্ট্যও বদলে ফেলেতে পারে। এই ধরনের উপাদানকে বলা হয় স্মার্ট ম্যাটেরিয়াল। আগামী দিনের স্বয়ংচালিত গাড়ি, মহাকাশযান, উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তি, রোবোটিক্স, শিল্প-স্বয়ংক্রিয়করণ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এই স্মার্ট উপাদানগুলির ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। এই শ্রেণির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ম্যাগনেটোরিওলজিক্যাল (এমআর) তরল—এক ধরনের বিশেষ স্মার্ট তরল, যা চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে মুহূর্তের মধ্যেই নিজের প্রবাহধর্মিতা বা সান্দ্রতা পরিবর্তন করতে পারে। এই অত্যাধুনিক স্মার্ট তরলের প্রকৃত কার্যক্ষমতা নির্ভূলভাবে মূল্যায়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই বিজ্ঞানীরা আরও উন্নত পরীক্ষা প্রযুক্তির সন্ধান করে আসছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটে আইআইটি পাটনার গবেষকদের একটি নতুন উদ্ভাবন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানমহলে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। তাঁরা এমন একটি হাইব্রিড ম্যাগনেটো-রিওমিটার তৈরি করেছেন, যা বাস্তব ব্যবহারের পরিবেশে এমআর তরলের আচরণ আগের যেকোনও পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশি নির্ভূলভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। গবেষণাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের (ডিএসটি) ন্যানো অ্যান্ড অ্যাডভান্সড ম্যাটেরিয়ালস কর্মসূচির সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা সাময়িকী রিওলজিকা অ্যান্টা-এ প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাগনেটোরিওলজিক্যাল বা এমআর তরল সাধারণত একটি ক্যারিয়ার তরলের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম লৌহ কণার সাসপেনশন। স্বাভাবিক অবস্থায় এটি একটি সাধারণ তরলের মতোই প্রবাহিত হয়। কিন্তু বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে লৌহ কণাগুলি দ্রুত সারিবদ্ধ হয়ে শৃঙ্খল তৈরি করে। ফলে তরলটি মুহূর্তের মধ্যেই ঘন হয়ে প্রায় কঠিন পদার্থের মতো আচরণ করতে শুরু করে। আবার চৌম্বক ক্ষেত্র সরিয়ে নিলে এটি দ্রুত আগের তরল অবস্থায় ফিরে আসে। বর্তমানে এই স্মার্ট তরল উন্নত ব্রেক ও ক্লাচ ব্যবস্থা, গাড়ির স্মার্ট শক অ্যাবজরবার, কম্পন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, শিল্পক্ষেত্রের ড্যান্স্পার, রোবোটিক অ্যাকচুয়েটর, মহাকাশ প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, চিকিৎসা যন্ত্র এবং কৃত্রিম অঙ্গ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করেছে। বাস্তব ব্যবহারের সময় এমআর তরল একই সঙ্গে কম্প্রেশন ও শিয়ার—এই দুই ধরনের বলের সম্মুখীন হয়। অথচ প্রচলিত রিওমিটার সাধারণত শুধুমাত্র শিয়ার অবস্থায় পরীক্ষার সুযোগ দেয়। ফলে বাস্তব পরিস্থিতিতে তরলের প্রকৃত আচরণ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া সম্ভব হয় না। এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে অধ্যাপক চিরঞ্জিত সরকারের নেতৃত্বে গবেষকরা ন্যানো আয়রন পাউডারভিত্তিক এমআর তরল তৈরি করার পাশাপাশি একটি হাইব্রিড ম্যাগনেটো-রিওমিটার নির্মাণ করেছেন। এই যন্ত্র একই সঙ্গে রিওলজি ও ট্রাইবোলজি—অর্থাৎ প্রবাহ, বিকৃতি, ঘর্ষণ এবং ক্ষয়জনিত বৈশিষ্ট্য—বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। বিশেষ নকশার কনসেন্ট্রিক সিলিন্ডার ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রিত ইলেক্ট্রোম্যাগনেট ব্যবহার করে পরীক্ষাধীন তরলের উপর একই সঙ্গে চাপ ও শিয়ার বল প্রয়োগ করা হয়। তুলনামূলকভাবে কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করেই পুরো নমুনাভূঁড়ে সমান চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা সম্ভব হওয়ায় পরীক্ষার নির্ভুলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নতুন যন্ত্র ইয়ল্ড স্ট্রেস, অ্যাপারেন্ট ভিসকসিটি, টর্ক, ফ্রিকশন ফোর্স এবং ওয়্যার-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে নির্ণয় করতে সক্ষম। ফলে বাস্তব পরিবেশে স্মার্ট তরলের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে আরও নির্ভূল ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। পলিমার, ওষুধ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রসাধনী, পেট্রোকেমিক্যাল, ন্যানো উপাদান, রোবোটিক্স, প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ শিল্পে ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গবেষকদের মতে, দেশীয় প্রযুক্তিতে উন্নত এমআর তরল এবং আধুনিক পরীক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করা গেলে বিদেশি প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। একই সঙ্গে স্মার্ট ম্যাটেরিয়াল গবেষণা আরও শক্তিশালী হবে এবং উচ্চপ্রযুক্তি শিল্পে ভারতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। তাঁদের মতে, এই হাইব্রিড ম্যাগনেটো-রিওমিটার কেবল একটি পরীক্ষাগারভিত্তিক যন্ত্র নয়; বরং এটি ভবিষ্যতের অভিযোজনক্ষম, শক্তি-সাশ্রয়ী এবং উচ্চ-কার্যক্ষম প্রযুক্তি উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী লড়াইয়ে, এই ধরণের আবিষ্কার দেশকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী চিনের থেকেও কয়েক যোজন এগিয়ে রাখবে বলেই অতিমত বিজ্ঞানদের একাংশের।

ব্রিক্স বৈঠক

৪ আগস্ট: ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের অধীনে আগামী ৫ থেকে ৭ আগস্ট ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হবে ব্রিকসের ১৩তম শিক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক এবং তৃতীয় জ্যেষ্ঠ আধিকারিকদের বৈঠক। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত এই বৈঠকে ব্রিকসভুক্ত দেশগুলির শিক্ষামন্ত্রী, উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। বৈঠকে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হবে। এগুলি হল—প্রাক-প্রাথমিক শিশু পরিচর্যা ও শিক্ষা (ইসিসিই) শক্তিশালী করা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নে ব্রিকস টিভিইটি সহযোগিতা জোরদার করা, যৌথ গবেষণা, উদ্ভাবন ও স্টার্ট-আপে সহযোগিতা বৃদ্ধি, শিক্ষাগত যোগ্যতার পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং শিক্ষা নেতৃত্বের সক্ষমতা বৃদ্ধি। ২০২৬ সালে ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের মূল প্রতিপাদ্য 'স্থিতিশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য নির্মাণ'। শিক্ষা মন্ত্রকের মতে, এই বৈঠকের মাধ্যমে সদস্য দেশগুলির মধ্যে শিক্ষা, গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনভিত্তিক সহযোগিতা আরও গভীর হবে। এর আগে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ব্রিকসের প্রথম ও দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ আধিকারিকদের বৈঠক এবং জুলাইয়ে ব্রিকস নেটওয়ার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্রিকস টিভিইটি সিম্পোজিয়াম এবং টিভিইটি সহযোগিতা জোটের যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটির বৈঠক, যেখানে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সহযোগিতা বৃদ্ধির রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এবারের ব্রিকস সভাপতিত্বে যুবসমাজের অংশগ্রহণ বাড়াতেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে ভারত। সেই লক্ষ্যেই বিভিন্ন মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পাশাপাশি 'মডেল ব্রিকস' নামে ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

যুবসংগম

প্রথম পাতার বাকি অংশ হেমবতী নন্দন বহুগুণা গড়ওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়। যুব সঙ্গম কর্মসূচি পাঁচটি মূল স্তরের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়—পর্যটন, পরম্পরা, প্রগতি, পারস্পরিক সংযোগ এবং প্রযুক্তি। শিক্ষা মন্ত্রকের মতে, এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যুবসমাজের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং জাতীয় এক্যের চেতনা আরও শক্তিশালী হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নেও এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আত্মহত্যা রোধে উদ্যোগ

৪ আগস্ট: নিট পরীক্ষার্থীদের অকালপ্রয়াণে উত্তাল হয়ে উঠেছিল দেশ। রাজনৈতিক ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমেছে সরকার বিরোধী পক্ষ। এই পরিস্থিতিতেও দেশে ছাত্রছাত্রীদের আত্মহত্যার ঘটনা রোধে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, কাউন্সেলিং, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক সহায়তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কেন্দ্র সরকার। লোকসভায় এক লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার জানান, ছাত্র আত্মহত্যার কারণ হিসেবে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) তথ্য অনুযায়ী পারিবারিক সমস্যা, প্রেমঘটিত সম্পর্ক, অসুস্থতা এবং পরীক্ষায় ব্যর্থতার মতো বিষয়গুলি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সরকার জানিয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০-এ শিক্ষাকে শুধুমাত্র কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তোলার পরিবর্তে নৈতিকতা, সহর্মিতা, মানসিক সুস্থতা, সৃজনশীলতা ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নীতিতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করে চাপমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মানসিক সহায়তা দিতে শিক্ষা মন্ত্রকের ‘মনোদর্পণ’ উদ্যোগের কাউন্সেলিং, স্বচ্ছ ফি কাঠামো, ব্যাচ বিভাজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং অতিরিক্ত শিক্ষাগত চাপ সৃষ্টিকারী প্রথা বন্ধের নির্দেশ সরাসরি ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন এবং

‘পরিচচা’ ওয়েবিনারের আয়োজন করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানগুলি পিএম ই-বিদ্যা চ্যানেল এবং এনসিআরটির ইউটিউব প্ল্যাটফর্মেও সম্প্রচারিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ২০২৩ সালে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় আত্মহত্যা প্রতিরোধ কৌশল অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ, পরীক্ষার উদ্বেগ, সহপাঠীজনিত চাপ, হতাশা ও আচরণগত সমস্যার মোকাবিলায় কাউন্সেলিং, খেলাধুলা, ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য পৃথক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিক ও আবেগগত সুস্থতা সংক্রান্ত একটি কাঠামোগত নির্দেশিকাও প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রক। এতে কাউন্সেলিং পরিষেবা, মানসিক সংকট দ্রুত চিহ্নিতকরণ, আত্মহত্যা প্রতিরোধের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি), শিক্ষার্থী সহায়তা নেটওয়ার্ক, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা এবং নিয়মিত পর্যালোচনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত কোচিং সেন্টার নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা-তেও শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক কাউন্সেলিং, স্বচ্ছ ফি কাঠামো, ব্যাচ বিভাজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং অতিরিক্ত শিক্ষাগত চাপ সৃষ্টিকারী প্রথা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।



কবিতা পাঠের আমন্ত্রণ...